৬৩৮

এই পুস্তক গ্রাহকেচ্ছু মহাশয়েরা মোকাম মেছুয়াবা-জারের [illegible] এণ্ড কোম্পানি লাইব্রেরীতে অথ-বা কালেজ স্ট্রীটে নবম সংখ্যক ভবনে বাঙ্গলা পুস্তকা-লয়ে অথবা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের পুস্তকাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ম-দনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট প্রাপ্য হইবেন

মূল্য ৷৶১০

বিজ্ঞাপন।

গবর্ণমেণ্ট সংস্থাপিত বাঙ্গলা বিদ্যালয়ে যে সকল বালক ও বালিকা অধ্যয়ন করে, আমি তাহাদিগের উপকারার্থ এই ব্যাকরণ চন্দ্রিকা সঙ্কলন করিলাম। ইহা অতি সংক্ষেপে এবং সরল ভাষায় সঙ্কলিত হইয়াছে। তৃতীয়ভাগ শিশুশিক্ষা এবং বোধোদয় পাঠ করিয়া বালক বালিকারা অনায়াসে এই ব্যাকরণ পাঠে সমর্থ হইবে, এবং এতৎপাঠে তাহাদিগের সবিশেষ উপকার দর্শিবে সন্দেহ নাই। এক্ষণে বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা যদি অনুগ্রহ করিয়া এই ব্যাকরণ সর্ব্বত্র প্রচলিত করিয়া দেন তাহা হইলে আমার শ্রম সফল হয়।

কলিকাতা। শ্রীমথুরানাথশর্ম্মা
২রা আশ্বিন। সংবৎ ১৯১৩।

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

এই ব্যাকরণ চন্দ্রিকা দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হইল। পূর্ব্বে যে যে স্থান অসংলগ্ন ও অস্পষ্ট ছিল, তাহা সংশোধন করিয়া উত্তম সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। তদ্ধিত ও সর্ব্বনাম সম্প্রদায় এবং সন্ধি প্রভৃতির কতক কতক অংশ নূতন সঙ্কলিত হইয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বাপেক্ষায় পুস্তক বৃদ্ধি হওয়াতে ব্যয়বাহুল্যপ্রযুক্ত মূল্যও কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করা গেল ইতি।

কলিকাতা। শ্রীমথুরানাথ শর্ম্মা
২রা পৌষ। সংবৎ ১৯১৪।

শ্রী

ব্যাকরণ চন্দ্রিকা।

১। যাহা দ্বারা উচ্চারণ শুদ্ধি, লিপিশুদ্ধি, এবং পদবিন্যাস প্রভৃতির ক্ষমতা জন্মে, তাহার নাম ব্যাকরণ।

বর্ণনির্ণয়।

২। বর্ণ দুই প্রকার, স্বর ও হল। যে সকল বর্ণ অন্য বর্ণের আশ্রয় ভিন্ন উচ্চারিত হয়, তাহাদিগকে স্বরবর্ণ বলে। যে সমস্ত বর্ণ স্বর বর্ণ বিনা উচ্চারিত না হয়, তাহাদিগকে হল বর্ণ বলে।

স্বরবর্ণ।

৩। অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ এ ঐ ও ঔ এই ত্রয়োদশ বর্ণকে স্বর বলে। স্বর দুই প্রকার, হ্রস্ব ও দীর্ঘ। অ ই উ ঋ ঌ এই পাঁচটী হ্রস্ব স্বর। আ ঈ ঊ ৠ এ ঐ ও ঔ এই আটটী দীর্ঘ স্বর।

হলবর্ণ।

৪। ক খ গ ঘ ঙ, চ ছ জ ঝ ঞ, ট ঠ ড ঢ ণ, ত থ দ ধ ন, প ফ ব ভ ম, য র ল ব শ ষ স হ, ং ঃ ড় ঢ় য় ঁ এই ৩৯টী হলবর্ণ। ক অবধি ম পর্য্যন্ত বর্ণ সকল পাঁচ বর্গে বিভক্ত হইয়াছে। ক খ গ ঘ ঙ, এই পাঁচটী কবর্গ। চ ছ জ ঝ ঞ, এই পাঁচটী চবর্গ। ট ঠ ড ঢ ণ, এই পাঁচটী টবর্গ। ত থ দ ধ ন, এই পাঁচটী তবর্গ। প ফ ব ভ ম, এই পাঁচটী পবর্গ। য র ল ব, এই চারিটাকে অন্তঃস্থ বর্ণ বলে। শ ষ স হ, ইহাদিগের নাম উষ্ম-বর্ণ (১)। ং অনুস্বার ও ঃ বিসর্গ এই দুটী বর্ণকে অযোগবাহ বলে (২)। ড় ঢ় য় এই তিনটী বর্ণ বালকদিগের সুখবোধার্থ স্বতন্ত্র পরিগণিত হইল। ঁ চন্দ্রবিন্দু অনুনাসিক।

---

(১) শ ষ স হ এই কএকটী বর্ণের উচ্চারণ বিষয়ে বায়ুর আধিক্য আছে, এই নিমিত্ত ইহাদিগকে উষ্মবর্ণ বলে।

(২) পাণিনি মতে ং অনুস্বার ও ঃ বিসর্গ এই দুটী বর্ণের স্বর ও হল বর্ণের মধ্যে যোগ অর্থাৎ উল্লেখ নাই, অথচ প্রয়োগ বাহ অর্থাৎ নির্ব্বাহ করে, এই নিমিত্ত উহাদিগকে অযোগ বাহ বলে।

বর্ণের উচ্চারণ স্থান নিয়ম।

৫। অ আ হ ইহাদিগের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ, এই নিমিত্ত ইহাদিগকে কণ্ঠ্য বর্ণ বলে।

৬। ক খ গ ঘ ঙ ইহাদিগের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ এবং তালু, এই নিমিত্ত ইহাদিগকে কণ্ঠ্য তা-লব্য বলে।

৭। ই ঈ এ ঐ য শ চ ছ জ ঝ ঞ ইহাদিগের উচ্চারণ স্থান তালু, ইহাদিগকে তালব্য বর্ণ বলে।

৮। ঋ ৠ র ষ ট ঠ ড ঢ ণ ইহাদিগের উচ্চা-রণস্থান মূর্দ্ধা অর্থাৎ মস্তক, ইহাদিগকে মূর্দ্ধন্য বর্ণ বলে।

৯। ঌ ল স ত থ দ ধ ন ইহাদিগের উচ্চারণ স্থান দন্ত, ইহাদিগকে দন্ত্য বর্ণ বলে।

১০। উ ঊ ও ঔ প ফ ব ভ ম ইহাদিগের উ-চ্চারণ স্থান ওষ্ঠ, ইহাদিগকে ওষ্ঠ্য বর্ণ বলে।

১১। ক, ষ, এই দুই বর্ণের সংযোগ হইলে ক্ষ হয়। জ, ঞ, এই দুই বর্ণ সংযুক্ত হইলে জ্ঞ হয়। ষ, ণ, এই দুই বর্ণ সংযুক্ত হইলে ষ্ণ হয়। হ, ন, সংযোগ হইলে হ্ন হয়। হ, ম, এই দুই বর্ণ সংযোগ করিলে হ্ম হয়।

১২। ঙ ঞ ণ ন ম ং ँ এই কয় বর্ণ নাসিকা হইতে উচ্চারিত হয়। ঞ অন্য বর্ণের সহিত সংযুক্ত হইলে ন কারের ন্যায় উচ্চারণ হয়। যেমন সঞ্চয়, বঞ্চনা, জঞ্জাল ইত্যাদি।

উপসর্গ।

১৩। প্র অপ অব উপ আ পরা নি বি পরি প্রতি অভি অধি অপি অতি সু অনু উৎ সম্ নির্ দুর্ এই বিংশতি শব্দকে উপসর্গ বলে।

অব্যয় শব্দ।

১৪। প্রাতঃপ্রভৃতি কতকগুলি শব্দকে অব্যয় বলে। যথা, প্রাতর্ অন্তর্ স্বর্ পুনর্ উচ্চৈস্ শনৈস্ বহিস্ নমস্ যুগপৎ পৃথক্ বিনা ঋতে স্বয়ম্ সায়ম্ বৃথা মৃষা মিথ্যা সহ সার্দ্ধম্ অলম্ অথ এবম্ এব নূনম্ ধিক্ চ বা তু হি ভোস্ প্র পরা অপ সম্ নি অব অনু নির্ দুর্ বি অধি সু উৎ পরি প্রতি অভি অতি অপি উপ আ ইত্যাদি।

পদ বিবরণ।

১৫। যে শব্দেতে অর্থের বোধ জন্মায়, তাহার নাম পদ।

বিশেষ্য পদ।

১৬। যাহা দ্বারা কেবল কোন বস্তু বা ব্যক্তি বোধ হয়, তাহার নাম বিশেষ্য পদ। যেমন মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, নৌকা, বস্ত্র, গৃহ, জল, পৃথিবী, পুরুষ, শিশু, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, পুস্তক ইত্যাদি।

বিশেষণ পদ।

১৭। গুণবাচক শব্দমাত্রকেই বিশেষণ পদ বলা যায়। যেমন উত্তম, বিদ্বান্, ধনবান্। নূতন গৃহ। নির্ম্মল জল। ফলবান্ বৃক্ষ। ছিন্ন বস্ত্র। প্রদীপ্ত সূর্য্য। শীতল চন্দ্র ইত্যাদি।

ণত্ব বিধান।

১৮। র, ষ, ঋ এই তিন বর্ণের পর দন্ত্য ন থাকিলে মূর্দ্ধন্য হয়। স্বর বর্ণ ও কোন কোন হল বর্ণ ব্যবধান থাকিলেও হয়। কিন্তু ঐ ন, পদের অন্তে থাকিলে হয় না।

উদাহরণ।

উত্তীর্ণ, কৃষ্ণ, তৃণ। এবং ব্যবধানে, হরণ, কৃষাণ, কৃপণ, ক্ষেপণ, কার্ষাপণ, ইত্যাদি।

ষত্ব বিধি।

১৯। কবর্গ এবং ই অবধি সমস্ত স্বর বর্ণের পর দন্ত্য স থাকিলে প্রায় মূর্দ্ধন্য হয়।

উদাহরণ।

মোক্ষ, নিষেক, পরিষ্বঙ্গ, মহাশয়েষু ইত্যাদি।

সর্ব্বনাম।

২০। আখ্যার বিনিময়ে যে শব্দ ব্যবহৃত হয় তাহার নাম সর্ব্বনাম। যথা তিনি, সে, আমি, তুমি, আপনি, সকল, উভয়, অন্যতর, অন্যতম, পর, যিনি, যে, ইনি, এ, কে, অল্প, অধিক, কতিপয়, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, ইত্যাদি, এক, দুই, তিন, চারি, পাঁচ, ছয়, ইত্যাদি।

কারক।

২১। কর্ত্তা, সম্বোধন, কর্ম্ম, করণ, অপাদান,

সম্প্রদান, অধিকরণ, সম্বন্ধ, এই সমস্ত কারক ভা-ষাতে ব্যবহৃত হয়।

কর্ত্তা কারক।

২২। যিনি করেন তিনি কর্ত্তা। যেমন মধু করিলেন। যাদব দেখিলেন।

সম্বোধন কারক।

২৩। কোন ব্যক্তিকে হে, ও, ইত্যাদি প্রয়োগ করিলে সম্বোধন বুঝায়। যেমন হে গুরো, হে বালক, হে বালকেরা, ও মাধব ইত্যাদি।

কর্ম্ম কারক।

২৪। যাহা দেখা যায়, করা যায়, খাওয়া যায়, দেওয়া যায় ইত্যাদি সমস্তকে কর্ম্ম কারক বলে। যেমন চন্দ্র দেখিতেছি। চিত্র করিতেছি। ফল খাইতেছি। পুস্তক পড়িতেছি ইত্যাদি।

করণ কারক।

২৫। যাহা দ্বারা কর্ম্ম সম্পন্ন হয় তাহার নাম করণ কারক। কিন্তু তাহার বোধের নিমিত্ত প্রায়, দিয়া বা দ্বারা ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ হয়। যেমন ছুরি দিয়া কাটিলেক। হস্ত দ্বারা মারিলেক ই-ত্যাদি।

অপাদান কারক।

যে বস্তু হইতে অন্য বস্তু নিঃসরণ হয়, অথবা যাহার পর "হইতে" এই শব্দ প্রয়োগ হয়, তাহার নাম অপাদান কারক বলা যায়। যেমন বৃক্ষ হইতে পড়িল। গৃহ হইতে গমন করিল। পাঠশালাহইতে বাটী আইল ইত্যাদি।

সম্প্রদান কারক।

২৭। যাহাকে দান করা যায় তাহাকে সম্প্রদান কারক বলে। যেমন তাহাকে পুস্তক দিলাম ইত্যাদি।

অধিকরণ কারক।

২৮। যাহাতে বস্তুর অবস্থিতি হয় তাহার নাম অধিকরণ কারক বলা যায়। যেমন শয্যাতে শুই, জলে মৎস্য থাকে ইত্যাদি।

সম্বন্ধ কারক।

২৯। যেস্থলে দুই নাম মিলিত হইয়া অর্থবোধ হয় তাহার নাম সম্বন্ধ কারক। যেমন স্ত্রীর চরিত্র। আমার পুস্তক। মধুর দুরাত্ত। গিরিশের কলম। গোপালের ছুরি ইত্যাদি।

কারকের উদাহরণ মালা।

রাজন্ শব্দ।

কারক	একবচন	বহুবচন
কর্ত্তা	রাজা	রাজারা
কর্ম্ম	রাজাকে	রাজাদিগকে
করণ	রাজাদ্বারা	রাজাসকলদ্বারা
অপাদান	রাজা হইতে	রাজা সকল হইতে
সম্প্রদান	রজাকে	রাজাদিগকে
অধিকরণ	রাজাতে	রাজাসকলেতে
সম্বন্ধ	রাজার	রাজাদিগের বা রাজাদের
সম্বোধন	হে রাজন্,	হে রাজগণ বা হে রাজারা

ছাত্র শব্দ।

কর্ত্তা	ছাত্র	ছাত্রেরা
কর্ম্ম	ছাত্রকে	ছাত্রদিগকে
করণ	ছাত্রদ্বারা	ছাত্র সকল দ্বারা
অপাদান	ছাত্রহইতে	ছাত্র সকল হইতে
সম্প্রদান	ছাত্রকে	ছাত্রদিগকে
অধিকরণ	ছাত্রেতে	ছাত্র সকলেতে
সম্বন্ধ	ছাত্রের	ছাত্রদিগের বা ছাত্রদের
সম্বোধন	হে ছাত্র	হে ছাত্রেরা।

বেলা হইয়াছে রাম আজি তোমার এত বিলম্ব হইল কেন? আমি তোমাকে যাহা বলিয়াছিলাম তাহা কি তুমি ভুলিয়াছ। আর কল্য তুমি ছুটীর পর যষ্টি দ্বারা গোপালকে প্রহার করিতে গিয়াছিলে, গোপাল তথা হইতে পলায়ন করিলে তুমি পথে কিয়ৎক্ষণ থাকিয়া বাটী গিয়াছিলে। তোমার অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে।

দেখ রাম, তুমি এরূপ কর্ম্ম পুনর্ব্বার করিও না। তোমাকে সাবধান করিয়া দিতেছি, পথ দিয়া যাইতে যাইতে এরূপ ঝকড়া করিলে তোমাকে বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিব। যে বালক সুশীল হয়, সে কেবল আপন পুস্তকে মন দিয়া পাঠ অভ্যাস করে। তোমারও সর্ব্বদা সেইরূপ করা উচিত।

দেখ, নবীন অতি সুশীল বালক। তাহাকে সকলে ভাল বাসে। সে বাটীতে কোন দৌরাত্ম্য করে না। তাহার পড়া গুলি উত্তম অভ্যাস হয়। বিদ্যালয় হইতে বাটী যাইবার সময় কাহার সহিত কলহ করে না। সে আপন সদ্ব্যবহার দ্বারা সকলেরই প্রিয় হইয়াছে। তাহার পিতা মাতা তাহা-

কে অতিশয় স্নেহ করেন। তুম বাল তোমার নবীনের মত হওয়া উচিত।

লিঙ্গ বিষয়

৩০। যাহা দ্বারা স্ত্রী পুরুষাদি বোধ হয় তাহাকে লিঙ্গ বলা যায়। লিঙ্গ তিন প্রকার পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ এবং নপুংসক লিঙ্গ।

পুংলিঙ্গ

৩১। পুরুষ বোধক শব্দের নাম পুংলিঙ্গ। যেমন মনুষ্য, হস্তী, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ইত্যাদি।

স্ত্রীলিঙ্গ

৩২। স্ত্রীবোধক শব্দের নাম স্ত্রীলিঙ্গ। যেমন নারী, হস্তিনী, ব্রাহ্মণী, শূদ্রা, ইত্যাদি।

নপুংসক লিঙ্গ

৩৩। নপুংসক বোধক শব্দকে নপুংসক লিঙ্গ বলা যায়। যথা জ্ঞান, ধন, ফল, বন, ইত্যাদি।

উদাহরণ।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	নপুংসকলিঙ্গ
গৌর	গৌরী	গৌর

দুষ্ট	দুষ্টা	দুষ্ট
বৃদ্ধ	বৃদ্ধা	বৃদ্ধ
জ্ঞানী	জ্ঞানিনী	জ্ঞানী
সুন্দর	সুন্দরী	সুন্দর
যুবা	যুবতী	----
রাজা	রাজ্ঞী	----
মাতুল	মাতুলানী	----
হংস	হংসী	----
----	----	বারি
সিংহ	সিংহী	ইত্যাদি

সমাস প্রকরণ।

৩৪। বহুপদের মিলনকে সমাস কহা যায়। সমাস ভাষাতে পঞ্চ প্রকার হয়। দ্বন্দ্ব, বহুব্রীহি, কর্ম্মধারয়, তৎপুরুষ, এবং অব্যয়ীভাব।

দ্বন্দ্ব সমাস।

৩৫। যে সমাসে প্রত্যেক পদের প্রাধান্য থাকে, তাহার নাম দ্বন্দ্ব সমাস। যেমন ভুগোল-খগোল পড়িতেছি। হরিহর দেখিতে যাইতেছি। ধনধান্য বৃদ্ধি হইতেছে।

বহুব্রীহি সমাস।

৩৬। যে যে পদের সমাস হয় তাহার অর্থ না বুঝাইয়া যেখানে অন্য ব্যক্তি বা অন্য বস্তু বুঝায়, সেই সমাসের নাম বহুব্রীহি। যেমন নীলাম্বর, ধনুষ্পাণি, স্থূলকায়, ঊর্দ্ধবাহু, ইত্যাদি।

কর্ম্মধারয় সমাস।

৩৭। বিশেষণ ও বিশেষ্য পদের যে সমাস তাহার নাম কর্ম্মধারয়। যেমন নীলোৎপল। গভীরকূপ। সুন্দরপুরুষ। যদি বিশেষণ ও বিশেষ্য স্ত্রীলিঙ্গ হয়, তাহা হইলে এইরূপ হয়। দীর্ঘা যষ্টি দীর্ঘযষ্টি। জীর্ণতরি ইত্যাদি।

তৎপুরুষ সমাস।

৩৮। যে সমাসে, সমাস হইবার পূর্ব্বে পূর্ব্ব পদে কর্ম্মাদি কারকের চিহ্ন থাকে, তাহাকে তৎপুরুষ সমাস বলা যায়। যেমন ত্বদাশ্রিত অর্থাৎ তোমাকে আশ্রয় করিয়াছে। মৃত্তিকানির্ম্মিত অর্থাৎ মৃত্তিকাদ্বারা নির্ম্মিত। বৃক্ষপতিত অর্থাৎ বৃক্ষ হইতে পতিত। রাজমন্ত্রী অর্থাৎ রাজার মন্ত্রী। কাশীস্থিত অর্থাৎ কাশীতে স্থিত।

অব্যয়ীভাব সমাস।

৩৯। যে স্থলে অব্যয় পদের সহিত সমাস হয় তাহার নাম অব্যয়ীভাব সমাস। যেমন প্রতিগ্রাম, যথারীতি, যথাশক্তি, উপকূল, নির্বিঘ্ন আসমুদ্র ইত্যাদি।

সংজ্ঞা নিরূপণ।

৪০। বস্তু বাচক শব্দের নাম সংজ্ঞা। যেমন মনুষ্য, পশু, পক্ষী, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, গয়া, কাশী, প্রয়াগ, ইত্যাদি। সংজ্ঞা দুই প্রকার, সামান্য ও অসামান্য।

সামান্য সংজ্ঞা।

৪১। যাহার দ্বারা এক জাতীয় অনেক বোধ হয়, তাহার নাম সামান্য সংজ্ঞা। যেমন নর, নারী, পুস্তক, সিংহ, হস্তী পণ্ডার, উষ্ট্র ইত্যাদি।

অসামান্য সংজ্ঞা।

৪২। যাহা অসাধারণ রূপে ব্যবহৃত হয় তাহার নাম অসামান্য সংজ্ঞা যেমন গোপাল দাস, রামকৃষ্ণ, পুরুষোত্তম, বৃন্দাবন।

তদ্ধিত প্রকরণ।

৪৩। কতকগুলি পুম্বোধক শব্দের পর বান্ ও মান্ প্রত্যয় হয়। এবং স্ত্রী বোধক শব্দের পর বতী ও মতী হয়।

উদাহরণ।

জ্ঞানবান্। অর্থাৎ যে ব্যক্তি জ্ঞানযুক্ত। শ্রীমান্ অর্থাৎ যে ব্যক্তি লক্ষ্মীযুক্ত। স্ত্রীলিঙ্গে জ্ঞানবতী, শ্রীমতী. বুদ্ধিমতী ইত্যাদি।

৪৪। সাধারণ ধর্ম্ম বুঝাইলে শব্দের উত্তর তা ও ত্ব প্রত্যয় হয়।

উদাহরণ।

মনুষ্যত্ব বা মনুষ্যতা, অর্থাৎ অমনুষ্যের সাধারণ ধর্ম্ম। খলত্ব বা খলতা, অর্থাৎ খলের সাধারণ ধর্ম্ম। দুষ্টতা, মিত্রতা, সরলতা, নিষ্ঠুরতা, বক্তৃতা, ক্রূরতা, বন্ধুত্ব, গোত্ব, পশুত্ব, দেবত্ব, রাজত্ব ইত্যাদি।

৪৫। ভাবার্থে শব্দের উত্তর ত্ব, এবং য, প্রত্যয় হয়।

উদাহরণ।

মূলশব্দ	অপ্রত্যয়ান্ত	অর্থ
লঘু	লাঘব	লঘুত্ব
গুরু	গৌরব	গুরুত্ব
সুরভি	সৌরভ	উত্তম গন্ধ
মূলশব্দ	যপ্রত্যয়ান্ত	অর্থ
রাজন্	রাজ্য	রাজত্ব
চোর	চৌর্য্য	চুরি
শূর	শৌর্য্য	শূরত্ব
ধীর	ধৈর্য্য	ধীরত্ব
গম্ভীর	গাম্ভীর্য্য	গম্ভীরতা
ঈশ্বর	ঐশ্বর্য্য	ঈশ্বরত্ব
চঞ্চল	চাঞ্চল্য	চঞ্চলতা

৪৬। যদি দুই বস্তুর মধ্যে এক বস্তুকে নির্দ্দেশ করা যায় তাহা হইলে শব্দের উত্তর তর প্রত্যয় হয় এবং বহু বস্তুর মধ্যে এক বস্তুর নির্দ্দেশ হইলে তম প্রত্যয় হয়। যথা মান্যতর অর্থাৎ এই দুই জনের মধ্যে ইনি অধিক মান্য, মান্যতম অর্থাৎ বহুজনের মধ্যে ইনি অধিক মান্য।

উদাহরণ।

মূল শব্দ	তর প্রত্যয়	তম প্রত্যয়
গুণবান্	গুণবত্তর	গুণবত্তম
বিদ্বান্	বিদ্বত্তর	বিদ্বত্তম
মূর্খ	মূর্খতর	মূর্খতম
উজ্জ্বল	উজ্জ্বলতর	উজ্জ্বলতম
বলবান্	বলবত্তর	বলবত্তম
জ্ঞানবান্	জ্ঞানবত্তর	জ্ঞানবত্তম
উত্তম	উত্তমতর	উত্তমতম
নির্ব্বোধ	নির্ব্বোধতর	নির্ব্বোধতম
দীপ্ত	দীপ্ততর	দীপ্ততম
দুষ্ট	দুষ্টতর	দুষ্টতম
রুষ্ট	রুষ্টতর	রুষ্টতম
অল্প	অল্পতর	অল্পতম
অধিক	অধিকতর	অধিকতম
রূপবান্	রূপবত্তর	রূপবত্তম
মহান্	মহত্তর	মহত্তম ইত্যাদি

৪৭। সম্বন্ধ-অর্থে শব্দের উত্তর ঈয় প্রত্যয় হয়। যথা মদীয়, ত্বদীয়, ভবদীয়, নারদীয়, মাদ-

স্বীয়, যুষ্মদীয়, অস্মদীয়, ভারতীয়, তদীয়, দেশীয়, ইত্যাদি।

৪৮। অপত্য প্রভৃতি অর্থে কতক গুলি শব্দের পর ই, অ, এয়, য, আয়ন, ইক প্রভৃতি প্রত্যয় হয়। তাহার উদাহরণ নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে!

শব্দ	প্রত্যয়	সিদ্ধপদ
দশরথ	ই	দাশরথি
পাণ্ডু	অ	পাণ্ডব
সুমিত্রা	এয়	সৌমিত্রেয়
গর্গ	য	গার্গ্য
দক্ষ	আয়ন	দাক্ষায়ণ
তর্ক	ইক	তার্কিক
মনস	ইক	মানসিক
পরত্র	ইক	পারত্রিক
দ্বার	ইক	দৌবারিক
প্রাচ্	ঈন	প্রাচীন
মৃৎ	ময়	মৃণ্ময়
স্ব	মিন্	স্বামিন্
দন্ত	উর	দন্তুর
পর্ব্বন্	ত	পর্ব্বত

মধু	র	মধুর
রজস্	বল	রজস্বল
নিদ্রা	আলু	নিদ্রালু
শৃঙ্গ	আরক	শৃঙ্গারক
স্থূল	ইষ্ঠ	স্থবিষ্ঠ
দূর	ইষ্ঠ	দবিষ্ঠ
প্রিয়	ঈয়স্ (স্ত্রীলিঙ্গে)	প্রেয়সী
শ্র	ইষ্ঠ	শ্রেষ্ঠ
বহু	শস্	বহুশঃ

এইরূপ ভূরিশঃ অল্পশঃ স্তোকশঃ ক্রমশঃ ইত্যাদি

চতুর	থ	চতুর্থ
চতুর	তয়	চতুষ্টয় ইত্যাদি।

৪৯। সংখ্যাবাচক শব্দের পর প্রকারার্থে ধা প্রত্যয় হয় যথা দ্বিধা, ত্রিধা, চতুর্দ্ধা, ইত্যাদি।

কাল নিরূপণ।

৫০। ক্ষণ, দণ্ড, মুহূর্ত্ত, প্রহরাদিকে কাল কহা যায়। কাল ত্রিবিধ। বর্ত্তমান ভূত অর্থাৎ অতীত এবং ভবিষ্যৎ।

বর্ত্তমান কাল।

৫১। যে ক্রিয়া চলিতেছে, তাহার নাম বর্ত্তমান কাল। যথা আমি করিতেছি, তুমি করিতেছ, তিনি করিতেছেন।

অতীত কাল।

৫২। যাহা অতীত হইয়াছে, তাহাকে অতীত, বা ভূত কাল কহে। ভাবার রীত্যনুসারে ভূতকাল পঞ্চ প্রকার হয়। যথা অত্যন্ত ভূত, অদ্যতন ভূত, দূরতন ভূত, শুদ্ধ ভূত, অসম্পূর্ণ ভূত।

উদাহরণ।

(১) আমি করিতাম, তুমি করিতে, তিনি করিতেন।

(২) আমি করিলাম, তুমি করিলে, তিনি করিলেন।

(৩) আমি করিয়াছিলাম, তুমি করিয়াছিলে, তিনি করিয়াছিলেন।

(৪) আমি করিয়াছি, তুমি করিয়াছ, তিনি করিয়াছেন।

(৫) আমি করিতেছিলাম, তুমি করিতেছিলে, তিনি করিতেছিলেন।

ভবিষ্যৎ কাল।

৫৩। ভাবিক্রিয়া বোধক যে কাল, তাহার নাম ভবিষ্যৎ কাল। যেমন আমি করিব, তুমি করিবে, তিনি করিবেন ইত্যাদি।

অনুজ্ঞা।

৫৪। কোন ব্যক্তির প্রতি কোন বিষয়ের ভার অর্পণ করাকে অনুজ্ঞা কহে। যথা তুমি কর, আমি করি, তিনি করুন।

সম্ভাবনা।

৫৫। অনিশ্চিত ক্রিয়াকে সম্ভাবনা কহে। যথা যদি তুমি কর, যদি আমি করি, যদি তিনি করেন।

ক্রিয়া নিরূপণ।

৫৬। শয়ন, ভোজন, গমন, লিখন, পঠন, ইত্যাদিকে ক্রিয়া বলে।

যথা শয়ন ক্রিয়া।

পুরুষ	বর্ত্তমান	ভূত	ভবিষ্যৎ
প্রথম	শুইতেছেন } শয়ন করিতেছেন	শুইয়াছেন } শয়ন করিয়াছেন	শুইবেন শয়ন করিবেন

পুরুষ	বর্ত্তমান	ভূত	ভবিষ্যৎ
মধ্যম	শয়ন করিতেছ	শয়ন করিয়াছ	শয়ন করিবে
উত্তম	শুইতেছি শয়ন করিতেছি	শুইয়াছি শয়ন করিয়াছি	শুইব শয়ন করিব

ভোজন ক্রিয়া।

প্রথম	ভোজন করিতেছেন	ভোজন করিয়াছেন	ভোজন করিবেন
মধ্যম	ভোজন করিতেছ	ভোজন করিয়াছ	ভোজন করিবে
উত্তম	ভোজন করিতেছি	ভোজন করিয়াছি	ভোজন করিব

গমন ক্রিয়া।

প্রথম	গমন করিতেছেন	গমন করিয়াছেন	গমন করিবেন
মধ্যম	গমন করিতেছ	গমন করিয়াছ	গমন করিবে
উত্তম	গমন করিতেছি	গমন করিয়াছি	গমন করিব

পঠন ক্রিয়া।

প্রথম	পড়িতেছেন	পড়িয়াছেন	পড়িবেন
মধ্যম	পড়িতেছ	পড়িয়াছ	পড়িবে

উত্তম পড়িতেছি পড়িয়াছি পড়িব ইত্যাদি।

কৃদন্ত প্রকরণ।

৫৭। সংস্কৃত ভাষায় ভূ প্রভৃতি কতকগুলি ধাতু আছে, ঐ সকল ধাতুর উত্তর ত প্রভৃতি কতকগুলি প্রত্যয় হয়, তাহাকে কৃৎপ্রত্যয় বলে। বাঙ্গলা ভাষাতেও কৃৎপ্রত্যয়ান্ত শব্দের বহুল প্রয়োগ আছে। তন্নিমিত্ত কতিপয় কৃদন্ত পদ প্রদর্শিত হইতেছে।

কৃৎপ্রত্যয়ান্ত ধাতুর উদাহরণ।

অনুগ্রহ	অনুগৃহীত	অনুগ্রাহক
অনুরোধ	অনুরুদ্ধ	অনুরোধক
করণ	কৃত	কারক
গ্রহণ	গৃহীত	গ্রাহক
চিন্তন	চিন্তিত	চিন্তক
দান	দত্ত	দাতা ও দায়ক
ধারণ	ধৃত	ধারক
পঠন	পঠিত	পাঠক
বঞ্চনা	বঞ্চিত	বঞ্চক
রচনা	রচিত	রচক

লেখন লিখিত লেখক

শ্রবণ শ্রুত শ্রোতা ও শ্রাবক

কৃৎপ্রত্যয়ান্ত ধাতুর উদাহরণ

ধাতু	প্রত্যয়	সিদ্ধপদ	অর্থ
কৃ	তব্য	কর্ত্তব্য	বিধেয়
কৃ	অনীয়	করণীয়	করা উচিত
কৃ	ঘ্যণ	কার্য্য	কর্ম্ম
কৃ	ক্যপ	কৃত্য	
কৃ	তৃ	কর্ত্তা	নিষ্পাদক
কৃ	ণক	কারক	
কৃ	ণিন	কারী	
কৃ	অল্	কর	কর্ত্তা অথবা হস্ত
কৃ	অনট	করণ	করা অথবা যদ্দ্বারা করা যায়
কৃ	তি	কৃতি	সৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা
কৃ	ত	কৃত	নিষ্পাদিত অর্থাৎ যাহা করা হইয়াছে
কৃ	শান	ক্রিয়মাণ	যাহা করা যাইতেছে
বচ	ঘ্যণ	বাক্য	অর্থযুক্তপদসমূহ

ধাতু	প্রত্যয়	সিদ্ধপদ	অর্থ
পচ	ঘঞ	পাক	পক্বতা
ভূজ	ঘঞ	ভোগ	উপভোগ, অনুভব
গম	ত	গত	প্রস্থিত, অতীত
মন	তি	মতি	বুদ্ধি
গম	তি	গতি	গমন, উপায়,
পূজ	তব্য	পূজিতব্য	পূজার যোগ্য
পূজ	ত	পূজিত	পূজা প্রাপ্ত

ইত্যাদি।

সন্ধি প্রকরণ।

৫৮। দুই পদ পরস্পর সন্নিহিত হইলে মিলিত হয়। ঐ মিলনের নাম সন্ধি। সন্ধি দুই প্রকার। স্বর সন্ধি ও হলসন্ধি। স্বরবর্ণে স্বরবর্ণে যে সন্ধি হয়, তাহাকে স্বরসন্ধি বলে। আর হলবর্ণে হলবর্ণে, অথবা হলবর্ণে ও স্বরবর্ণে যে সন্ধি হয়, তাহাকে হলসন্ধি বলে।

৫৯। অ অবধি ঋ পর্য্যন্ত এক জাতীয় দুই স্বরবর্ণ পরস্পর সন্নিহিত হইলে মিলিত হইয়া দীর্ঘ হয়, ঐ দীর্ঘ স্বর পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়।

উদাহরণ।

ভাব-অর্থ ভাবার্থ। পরম-আয়ু পরমায়ু। লতা-অন্ত লতান্ত। গদা-আঘাত গদাঘাত। বিদ্যা-আলয় বিদ্যালয়। গিরি-ইন্দ্র গিরীন্দ্র। অতি-ইব অতীব। কবি-ঈশ্বর কবীশ্বর। মহী-ইন্দ্র মহীন্দ্র। যোগী-ঈশ্বর যোগীশ্বর। কটু-উক্তি কটূক্তি। বধূ-উৎসব বধূৎসব। পিতৃ-ঋণ পিতৃণ। ভ্রাতৃ ঋদ্ধি ভ্রাতৃদ্ধি।

৬০। যদি অকার কিম্বা আকারের পর ই কিম্বা ঈ থাকে তাহা হইলে উভয়ে মিলিয়া এ হয়। যদি উ কিম্বা ঊ থাকে তাহা হইলে উভয়ে মিলিয়া ও হয়। যদি ঋ কিম্বা ৠ থাকে উভয়ে মিলিয়া অর্ হয়। স্বর পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়।

উদাহরণ।

দেব-ইন্দ্র দেবেন্দ্র। পূর্ণ-ইন্দু পূর্ণেন্দু। গণ-ঈশ গণেশ। মহা-ইন্দ্র মহেন্দ্র। মহা-ঈশ্বর মহেশ্বর। সূর্য্য-উদয় সূর্য্যোদয়। উষ্ণ-উদক উষ্ণোদক। এক-ঊনবিংশতি একোনবিংশতি। মহা-উদয় মহোদয়। গঙ্গা-ঊর্ম্মি গঙ্গোর্ম্মি। দেব-ঋষি দেবর্ষি।

৬১। যদি অকার কিম্বা আকারের পর এ

কিম্বা ঐ থাকে তাহা হইলে উভয়ে মিলিয়া ঐকার হয়। ঐকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়।

উদাহরণ।

অদ্য-এব অদ্যৈব। সদা-এব সদৈব। তব-ঐশ্বর্য্য তবৈশ্বর্য্য। মহা-ঐরাবত মহৈরাবত।

৬২। অকার কিম্বা আকারের পর ও কিম্বা ঔ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঔকার হয়। ঔকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা জল-ওঘ জলৌঘ। ভব-ঔষধ ভবৌষধ।

৬৩। অসমান জাতীয় স্বরবর্ণ পরে থাকিলে ই ঈ স্থানে য হয়। উ ঊ স্থানে ব হয়। ঋ ৠ স্থানে র হয়। ঐ য ব র ও পরের স্বর পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়।

উদাহরণ।

যদি-অপি যদ্যপি। অতি-আচার অত্যাচার। অভি-উদয় অভ্যুদয়। প্রতি-ঊহ প্রত্যূহ। মুনি-ঋষভ মুন্যৃষভ। প্রতি-এক প্রত্যেক। অতি-ঐশ্বর্য্য অত্যৈশ্বর্য্য। বারি-ওঘ বার্য্যোঘ। অতি-ঔদার্য্য অত্যৌদার্য্য। নদী-অম্বু নদ্যম্বু। গোপী-ঋষা গোপ্যৃষা। অনু-অয় অন্বয়। মধু-ইচ্ছা মধ্বিচ্ছা। স-

রয়ু-অয়ু সরয়ূয়ু। বধূ-আদি বধ্বাদি। পিতৃ-অনুমতি পিত্রনুমতি। পিতৃ-ওকঃ পিত্রোকঃ।

৬৪। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে একারের স্থানে অয় ওকারের স্থানে অব ঐকারের স্থানে আয় ঔকারের স্থানে আব হয়। স্বর পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়।

উদাহরণ।

শে-অন শয়ন। সঞ্চে-অ সঞ্চয়। বিনৈ-অক বিনায়ক। নৈ-অক নায়ক। ভো-অন ভবন। শ্রো অন শ্রবণ। শম্ভো-এ শম্ভবে। গো-ওষ্ঠ গবোষ্ঠ এবং গবৌষ্ঠ। সম্ভৌ-অন সম্ভাবন। নৌ-আ নাবা। গ্লৌ-এ গ্লাবে।

৬৫। পদের অন্তস্থিত একার কিম্বা ওকারের পর অকার থাকিলে তাহার লোপ হয়। কিন্তু ঐ লুপ্ত অকারের চিহ্ন থাকে। সখে-অর্পয় সখেঽর্পয়। প্রভো-অনুগৃহাণ প্রভোঽনুগৃহাণ। ইত্যাদি।

হল সন্ধি।

৬৬। যদি চ বা ছ পরে থাকে তাহা হইলে ত এবং দ স্থানে চ হয়। যথা উৎ-চারণ উচ্চারণ। সৎ-চিৎ সচ্চিৎ। বিপৎ-চয় বিপচ্চয়। উৎ-ছিন্নত্তি

উচ্ছিন্নত্তি । এতদ্-ছায়াপথ এতচ্ছায়াপথ।

৬৭। জ কিম্বা ঝ পরে থাকিলে ত এবং দ স্থানে জ হয়। যথা উৎ-জ্বল উজ্জ্বল। তৎ-জন্ম তজ্জন্ম। তৎ-ঝঞ্ঝন তজ্ঝঞ্ঝন। তদ্-ঝনৎকার তজ্ঝনৎকার।

৬৮। চ বর্গ পরে থাকিলে দন্ত্য ন স্থানে ঞ হয়। যথা মহান্-জয় মহাঞ্জয়। গচ্ছন্-ঝটিতি গচ্ছঞ্ঝটিতি।

৬৯। যদি পদের অন্তস্থিত ত কিম্বা দর পরে শ থাকে, তাহা হইলে ত ও দ স্থানে চ এবং শ স্থানে ছ হয়। যথা জগৎ-শরণ্য জগচ্ছরণ্য। এতদ্-শকাব্দীয় এতচ্ছকাব্দীয় ইত্যাদি।

৭০। যদি পদের অন্তস্থিত নকারের পর শ থাকে, তাহা হইলে ন স্থানে ঞ হয় এবং শ স্থানে ছ হয়। যথা মহান্-শঙ্কর মহাঞ্ছঙ্কর। ভবান্-শেতে ভবাঞ্ছেতে।

৭১। যদি পদের অন্তেস্থিত ত কিম্বা দকারের পর হ থাকে তাহা হইলে ত স্থানে দ ও হ স্থানে ধ হয়। উৎ-হত উদ্ধত। বিপদ্-হেতু বিপদ্ধেতু।

৭২। ট কিম্বা ঠ পরে থাকিলে ত ও দ স্থানে

ট হয়। যেমন উৎ-টলতি উট্টলতি। তদ্-টীকা তট্টীকা। ইত্যাদি।

৭৩। ড কিম্বা ঢ পরে থাকিলে ত ও দ স্থানে ড হয়। যথা উৎ-ডীন উড্ডীন। তদ্-ডিণ্ডিম তড্ডিণ্ডিম। উৎ-ঢৌকতে উড্ঢৌকতে। এতদ্-ঢক্কা এতড্ঢক্কা।

৭৪। মূর্দ্ধন্য ষকারের পরস্থিত ত স্থানে ট ও থ স্থানে ঠ হয়। আকৃষ্-ত আকৃষ্ট। উৎকৃষ্-ত উৎকৃষ্ট। ষষ্-থ ষষ্ঠ।

৭৫। যদি ল পরে থাকে তাহা হইলে তবর্গের স্থানে ল হয়। যথা উৎ-লিখতি উল্লিখতি। তদ্-ললাট তল্ললাট। মহান্-লাভ মহাঁল্লাভ। ভবান্-লভতে ভবাঁল্লভতে।

৭৬। স্বর বর্ণ পরে থাকিলে পদের অন্তেস্থিত নকারের দ্বিত্ব হয়। কিন্তু ঐ ন দীর্ঘ স্বরবর্ণের পর থাকিলে হইবেক না। যথা ধাবন্-অশ্ব ধাবন্নশ্ব। সৃজন্-ঈশ্বর সৃজন্নীশ্বর। মহান্-আশ্রয় মহানাশ্রয় ইত্যাদি।

৭৭। যদি অন্তঃস্থ অথবা ঊষ্ম বর্ণ পরে থাকে তাহা হইলে ম স্থানে অনুস্বার হয়। যেমন সম্-

রম্-যাতি সত্বরংযাতি। বিদ্যাম্-লভতে বিদ্যাংল-ভতে ইত্যাদি।

৭৮। যদি ক অবধি ম পর্য্যন্ত বর্ণের মধ্যে কোন বর্ণ পরে থাকে, তাহা হইলে পদের অন্তে-স্থিত ম স্থানে অনুস্বার হয়। অথবা যে বর্গ পরে থাকে সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়। যথা কিম্-ক-রোষি কিংকরোষি কিঙ্করোষি। ক্ষিপ্রম্-চলতি ক্ষিপ্রংচলতি ক্ষিপ্রঞ্চলতি। নদীম্-তরতি নদীং-তরতি নদীন্তরতি। গুরুম্-নমতি গুরুংনমতি গু-রুন্নমতি। সত্যম্-ব্রূয়াৎ সত্যংব্রূয়াৎ সত্যম্ব্রূয়াৎ।

৭৯। স্বর বর্ণের পর ছ থাকিলে তাহার স্থানে চ্ছ হয়। যেমন পরি-ছদ পরিচ্ছদ। অব-ছেদ অবচ্ছেদ। বৃক্ষ-ছায়া বৃক্ষচ্ছায়া।

৮০। যদি স্বর বর্ণ ও বর্গের তৃতীয় কিম্বা চতু-র্থ বর্ণ অথবা য র ল ব পরে থাকে তাহা হইলে পদের অন্তস্থিত ক স্থানে গ এবং ত স্থানে দ হয়।

উদাহরণ।

দিক্-অন্ত দিগন্ত। ত্বক্-ইন্দ্রিয় ত্বগিন্দ্রিয়। বাক্-ঈশ বাগীশ। প্রাক্-এব প্রাগেব। দিক্-গজ দিগ্গজ। সম্যক্-ঢৌকতে সম্যগ্ঢৌকতে। দিক্-জ্ঞা-

গ দিগ্‌ভাগ। বাক্‌ রোধ বাগ্রোধ। সম্যক্‌-বদতি সম্যগ্‌বদতি। জগৎ-অন্ত জগদন্ত। জগৎ-আদি জগদাদি। জগৎ-ঈশ জগদীশ। মহৎ-ঔষধ মহদৌষধ। বৃহৎ-ঘট বৃহদ্ঘট। জগৎ-বন্ধু জগদ্বন্ধু।

৮১। ন কিম্বা ম পরে থাকিলে ক স্থানে ঙ হয়। এবং ত ও দ স্থানে ন হয়। যথা দিক্‌-নাগ দিঙ্‌নাগ। জগৎ-নাথ জগন্নাথ।

বিসর্গ সন্ধি।

৮২। চ কিম্বা ছ পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে শ হয়। যথা পূর্ণঃ-চন্দ্র পূর্ণশ্চন্দ্র। বাযুঃ-চলতি বাযুশ্চলতি। তরোঃ-ছায়া তরোশ্ছায়া ইত্যাদি।

৮৩। ট কিম্বা ঠ পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে মূর্দ্ধন্য ষ হয় এবং ত কিম্বা থ পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে দন্ত্য স হয়। যথা ধনুঃ-টঙ্কার ধনুষ্টঙ্কার। ভগ্নঃ-ঠক্কুর ভগ্নষ্ঠক্কুর। উন্নতঃ-তরু উন্নতস্তরু।

৮৪। যদি অকার কিম্বা বর্গের তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম বর্ণ অথবা য র ল ব হ পরে থাকে, তাহা হইলে অকার ও অকারের পরস্থিত বিসর্গের স্থানে ও হয়। ওকার পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয় এবং পরের অ-

কারের লোপ হয়। কিন্তু তাহার চিহ্ন থাকে।

উদাহরণ।

জ্বলিতঃ-অঙ্গার জ্বলিতোঽঙ্গার। বেদঃ-অধীত বেদোঽধীত। শোভনঃ-গন্ধ শোভনোগন্ধ। নূতনঃ-ঘট নূতনোঘট। সদ্যঃ-জাত সদ্যোজাত। মূর্দ্ধন্যঃ-ণকার মূর্দ্ধন্যোণকার। নির্ব্বাণঃ-দীপ নির্ব্বাণোদীপ। অশ্বঃ-ধাবতি অশ্বোধাবতি। অকুতঃ-ভয় অকুতোভয়। শীতঃ-বায়ু শীতোবায়ু। বামঃ-হস্ত বামোহস্ত। মনঃ-গত মনোগত। শিরঃ-বেদনা শিরোবেদনা। নভঃ-মণ্ডল নভোমণ্ডল। মনঃ-অভিমত মনোভিমত।

৮৫। যদি স্বর বর্ণ, বর্গের তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম বর্ণ অথবা য র ল ব হ পরে থাকে তাহা হইলে অকার ভিন্ন স্বর বর্ণের পরস্থিত বিসর্গ স্থানে র হয়।

উদাহরণ।

রবিঃ-ইহ রবিরিহ। বিষ্ণুঃ-অত্র বিষ্ণুরত্র। মাতুঃ-নমস্কুরু মাতুর্নমস্কুরু। রবেঃ-দর্শন রবের্দর্শন। ভানোঃ-দীপ্তি ভানোর্দীপ্তি। গ্লৌঃ-যাত গ্লৌর্যাত। বহিঃ-গমন বহির্গমন। চক্ষুঃ-উন্মীলন চক্ষুরুন্মীলন। নিঃ-অবয়ব নিরবয়ব। দুঃ-গম দুর্গম।

রেফজাত বিসর্গ হইলে অকারের পরস্থ বিসর্গ স্থানেও র হয়। যথা মাতঃ-অম্বিকে মাতরম্বিকে। ইত্যাদি।

৮৬। অকার ভিন্ন স্বর বর্ণ পরে থাকিলে অকারের পরস্থ বিসর্গের লোপ হয়। বিসর্গের লোপ হইলে পুনর্ব্বার সন্ধি হয় না। যথা অতঃএর অতএব ইত্যাদি।

৮৭। গীর্‌ ধূর্‌ এবং অহন্‌ (১) শব্দের বিসর্গ স্থানে কখন স কখন র হয়, এবং কখন বা বিসর্গই থাকে।

উদাহরণ।

গীঃপতি-গিষ্পতি, গীর্পতি, গীঃপতি। ধূঃপতি-ধূষ্পতি, ধূর্পতি, ধূঃপতি। অহঃপতি-অহস্পতি, অহর্পতি অহঃপতি।

৮৮। রাত্রি এবং রূপ শব্দ পরে থাকিলে অহন্‌ শব্দের বিসর্গ স্থানে র হয় না। অহঃ-রাত্র অহোরাত্র। অহঃরূপ—অহোরূপ।

৮৯। রকারের পর র এবং ঢকারের পর ঢ

(১) অহন্‌ শব্দের ন স্থানে র হয় এবং সেই র স্থানে বিসর্গ হয়।

থাকিলে পূর্ব্বের র ও ঢ়র লোপ হয়, এবং পূর্ব্ব স্বর হ্রস্ব থাকিলে দীর্ঘ হয়।

উদাহরণ।

নিঃ-রস নীরস। চক্ষুঃ-রোগ চক্ষূরোগ। হরিঃ-রম্য হরীরম্য। (বিসর্গ স্থানে র হইয়া কার্য্য হইয়াছে) আরুঢ়-ঢ় আরূঢ়। মূঢ়-ঢ় মূঢ় ইত্যাদি।

যৌগিক।

৯০। যে শব্দের অবয়বের অর্থ বোধ হইয়া সমুদায়ের অর্থ বোধ হয়, তাহার নাম যৌগিক শব্দ। যথা পাচক, জ্ঞানবান, বিদ্বান, ভোক্তা, যুবরাজ, পিপাসু, অংশুমালী, বিশ্ববঞ্চক, দেশহিতৈষী, হন্তা, যোদ্ধা ইত্যাদি।

রূঢ়।

৯১। সাঙ্কেতিক শব্দ মাত্রকেই রূঢ় বলে। যথা, কলস, পশু, জন্তু, বন, গ্রাম, দেশ, ধন, জন, কানন, আনন, আস্য, বাহু, সুখ, দুঃখ, কেশ, মূর্খ, পণ্ডিত, শিশু, হংস, সারস, মেঘ, হাস্য, ইত্যাদি।

যোগরূঢ়।

৯২। যে শব্দের অবয়বের অর্থ দ্বারা অর্থ বোধ হয়, অথচ রূঢ় শব্দের ন্যায় এক নির্দ্দিষ্ট বস্তু

বুঝায় তাহার নাম যোগরূঢ়। যথা, সরসিজ, শিশুমার, জনার্দ্দন, দেব, বিবুধ, দৈত্যারি গোবিন্দ, পুণ্ডরীকাক্ষ, পীতাম্বর, শতক্রতু, হনুমান, জলদ, ইত্যাদি।

পদান্বয়।

৯৩। অনেক পদ একত্র হইলে এক একটি বাক্য হয়, সেই বাক্যে যত পদ থাকে তাহার প্রতি পদের পরিচয় দেওয়ার নাম পদান্বয়।

পদান্বয় দ্বারা সংজ্ঞা সর্ব্বনাম প্রভৃতি প্রত্যেক পদের পুরুষ, লিঙ্গ, কারক, সংখ্যাদি সমস্ত বিশেষ রূপে ব্যক্ত হয়।

পদান্বয় করিবার রীতি।

(১)। যাহার মন ভাল হয় সেই ব্যক্তি সুখী। হয়। ক্রিয়া, ইহার কর্ত্তাকারক, মন। মনসংজ্ঞাশব্দ, ক্লীবলিঙ্গ, প্রথম পুরুষ, একবচন। যাহার। সর্ব্বনামশব্দ, সর্ব্বলিঙ্গ, প্র পুরুষ, সম্বন্ধকারক একবচন। ভাল-ক্রিয়ার বিশেষণ। সেই। সর্ব্বনাম বিশেষণ, ইহার বিশেষ্য ব্যক্তি। সুখী বিশেষণ, ইহার বিশেষ্যও ব্যক্তি।

(২) বিদ্যা বুদ্ধি থাকিলেই লোক সুখী হয় না।

থাকিলে। ক্রিয়া, ইহার কর্ত্তা কারক বিদ্যা বুদ্ধি, বিদ্যাবুদ্ধি। সংজ্ঞাশব্দ, স্ত্রীলিঙ্গ, প্রথম পুরুষ। ই।

অব্যয় শব্দ। সুখী বিশেষণ, ইহার বিশেষ্য লোক। হয়। ক্রিয়া, প্র পুরুষ একবচন, বর্ত্তমান কাল ইহার কর্ত্তা, লোক। না অব্যয় শব্দ।

(৩)। ধার্ম্মিক লোক কাহারও অহিত করে না।

করে। ক্রিয়া-ইহার কর্ত্তাকারক, লোক। লোক-সংজ্ঞাশব্দ, পুংলিঙ্গ, প্র পুরুষ, একবচন। এবং ইহার কর্ম্ম কারক,—অহিত। অহিত—সংজ্ঞাশব্দ ক্লীবলিঙ্গ। না। অব্যয়শব্দ। ধার্ম্মিক—বিশেষণ ইহার বিশেষ্য লোক। কাহার—সর্ব্বনাম শব্দ, সর্ব্বলিঙ্গ, প্র পুরুষ, সম্বন্ধ কারক। ওকার অব্যয়শব্দ মাত্র।

(৪) পরের ধনে লোভ করা ভাল নয়।

নয়। ক্রিয়া ইহার কর্ত্তাকারক, লোভ করা। লোভকরা—ক্রিয়াবাচক সংজ্ঞা, ক্লীবলিঙ্গ। পরের, সর্ব্বনামশব্দ সর্ব্বলিঙ্গ, সম্বন্ধ কারক। ধনে। সং-

জ্ঞাশব্দ, ক্লীবলিঙ্গ, অধিকরণ কারক। ভাল। ক্রিয়ার বিশেষণ।

(৫) ভাল? কে কতদূর পড়িতে
পারে দেখা যাবে।

পড়িতে পারে। ক্রিয়া, ইহার কর্ত্তাকারক—কে। কে—সর্ব্বনাম কিম্‌শব্দ, পুংলিঙ্গ প্র পুরুষ। ভাল ক্রিয়ার বিশেষণ। দেখা যাবে—ক্রিয়ার বিশেষণ, ভবিষ্যৎকাল ইহার কর্ম্ম—উহা—(ইহা) কতদূর। প্রশ্নার্থ ক্রিয়ার বিশেষণ।

(৬) রৌদ্র অতি প্রখর হইল, আর যাওয়া
যায় না, এস এখন এই স্থানে কিঞ্চিৎ
কাল বিশ্রাম করা যাউক।

হইল। ক্রিয়া, ইহার কর্ত্তা কারক রৌদ্র। রৌদ্র-সামান্য সংজ্ঞা, পুংলিঙ্গ, একবচন, অতি প্রখর। বিশেষণ—ইহার বিশেষ্য রৌদ্র। আর, অব্যয় শব্দ। যাওয়া যায়—ক্রিয়া, বর্ত্তমান কাল, না, নিষেধার্থ অব্যয় শব্দ। এস—মধ্যম পুরুষ, এক, বা বহুবচন, ক্রিয়া বিশেষ, বর্ত্তমান কাল ইহার কর্ত্তা তুমি—বা তোমরা। এখন—ক্রিয়ার বিশেষণ। এই—বিশেষণ সর্ব্বনাম—ইহার বিশেষ্য, স্থানে।

স্থানে-অধিকরণ কারক। কিঞ্চিৎকাল,—ক্রিয়ার বিশেষণ। করা যাউক—ক্রিয়া ইহার কর্ম্মকারক, বিশ্রাম, বিশ্রাম—সামান্য সংজ্ঞা, ক্লীবলিঙ্গ ইত্যাদি।

(৭) দয়াবান রাজা রাজবাটীর প্রাঙ্গনে দণ্ডায়মান হইয়া নিরুপায়ব্যক্তিদিগকে স্বহস্তে ধন দান করিতেছেন।

দয়াবান্। বিশেষণপদ, ইহার বিশেষ্য রাজা। রাজা, বিশেষ্য পদ, প্রথম পুরুষ, পুংলিঙ্গ, প্রথমা বিভক্তি, এক বচন কর্ত্তৃকারক।

রাজবাটীর। সম্বন্ধ পদ, ষষ্ঠী বিভক্তি এক বচন, ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস দ্বারা রচিত।

প্রাঙ্গনে। অধিকরণ কারক সপ্তমী বিভক্তি এক বচন। দণ্ডায়মান। বিশেষণ, ইহার বিশেষ্য রাজা। হইয়া, অসমাপিকা ক্রিয়া অকর্ম্মক অর্থাৎ ইহার কর্ম্ম নাই। নিরুপায়। বিশেষণ, ইহার বিশেষ্য ব্যক্তিগণ। ব্যক্তিদিগকে। সম্প্রদান কারক বহু বচন। স্বহস্তে। করণ কারক এক বচন, ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস সিদ্ধ পদ। ধন। কর্ম্ম কারক দ্বিতীয়া বিভক্তি এক বচন। দান করিতেছেন।

সমাপিকা ক্রিয়া, বর্ত্তমান কাল, প্রথম পুরুষ। রাজার সহিত ইহার সম্বন্ধ।

ভাষাতে নানা প্রকার ছন্দ আছে, তাহার মধ্যে পয়ার ছন্দ প্রদর্শিত হইতেছে।

৯৩। পয়ারেতে দুই পদ মাত্র ব্যবহার।
প্রতি পদে চৌদ্দবর্ণ হইবে তাহার॥

উদাহরণ।

চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্তি যে নামেতে হয়।
অন্তে যেন সেই নাম রসনাতে লয়॥

সম্পূর্ণ।